দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 3 SEP 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

140

পরীক্ষা পদ্ধতি ও নকল রোধ

আবদুস সোবহান

দেশে দু'টো পাবলিক এগজামিনেশন হয়ে গেল। দুটো পরীক্ষাতেই ব্যাপক গণটোকাটুকি ভাবিয়ে তুলেছে অনেককেই, সংশয় দেখা দিয়েছে শিক্ষার্থী তথা জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ঘিরে। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে, পরীক্ষা পদ্ধতির রূপান্তর সম্পর্কেও বলা হচ্ছে এন্তার কথা। পরীক্ষা পদ্ধতির রূপান্তর সম্পর্কিত ভাবনা অবশ্য সাম্প্রতিককালের নয়। তবু আজও সঠিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত আরও কিছু কথা এসে যায়। বলা যায় সত্যিকার শিক্ষিত, কর্মক্ষম, আত্মনির্ভরশীল, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ নাগরিক আমাদের কাম্য কিনা। কর্মক্ষম দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চক্ষুষ্মানের সংখ্যা বেড়ে গেলে গোষ্ঠী স্বার্থোদ্ধারের পাচিলটা অতি সহজে টপকানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কারণটা সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় বলা যায় 'যতবেশী জানে, তত কম মানে।' বলা যায় শিক্ষকের পেশাগত বৃত্তির পরিধি বেড়ে গৃহ শিক্ষকতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়ার আশু সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবর্তনশীল পেশাগত কর্ম সংযোজনার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করানো যাবে কি? যেখানে সরকারী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের (এমনকি পাবলিক স্কুলেরও) মাসিক বেতনটা ফাও, তাঁর আয়ের প্রধান সোর্স হলো গৃহ শিক্ষকতা, যা মূলত: ব্যবসায়িক কর্মোম্মাদনার নামান্তর, 'গুরুর উত্তর সাধকের' ভূমিকা সেখানে গৌণ। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা অর্থের নিগড়ে এমনভাবে বাঁধা পড়েছে যে, কখনো কখনো হাতে তৈরী নোট মুখস্থ করান; সেই অনুপাতে প্রশ্নপত্র সেট করা, প্রশ্ন পত্র ফাঁস পরীক্ষার হলে নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর প্রতি প্রশ্রয়মূলক মনোভঙ্গী গ্রহণ একটা সাধারণ ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে গেছে। সমাজে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষক অবশ্যই আছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা অণুবীক্ষণযন্ত্রে খুঁজে পেতে হয়। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার হলে তাঁদের ব্যক্তিত্ব অচল দু'আনি; তাঁরা নিগৃহীত—এমনকি মানসিকভাবেও। শিক্ষার্থীরা তাঁদের শ্রদ্ধা করে না, করুণা করে। আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের অবশ্যই শিক্ষার অঙ্গন থেকে এ নৈরাজ্য সমূলে উৎপাটন করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? 'একবিন্দু শিশির দেবার' আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, বিদগ্ধজনের ভাবনায় কিছুটা আলোকপাত করার তাগিদেই সামান্য কথা নিবেদন করছি।

পঞ্চম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণীতেও (এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি-এর মত) পাবলিক এগজামিনেশনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, সমস্ত পাবলিকে এগজামিনেশনই যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক হবে তাই প্রশ্নপত্রগুলো সবই হবে আধুনিক ধাঁচের প্রধানত: অবজেকটিভ। একই পরীক্ষাকেন্দ্র, এমনকি একই কক্ষের জন্য ভিন্ন

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 3 SEP 1986
পৃষ্ঠা ৮ ৮

ভিন্ন সিরিজের প্রশ্নপত্র থাকবে। একটি কক্ষের জন্য কমপক্ষে পাঁচটি সিরিজের প্রশ্নপত্র থাকা উত্তম। প্রশ্নপত্রের সঙ্গেই আলাদা উত্তরপত্র (অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু হবে) সরবরাহ করা হবে এবং পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্রে নির্দেশিত চিহ্ন বা শব্দ লিখে উত্তর প্রদান করবে। প্রশ্নপত্রের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং তাতে কোন চিহ্ন বা দাগ না দেয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্র অধিকর্তা কিছু মার্ক (ধরুন ৫) নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রে দিয়ে প্রত্যয়ন করবেন। পঞ্চম শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্রেই উত্তর প্রদান করবে। কারিকুলাম ও সিলেবাস পুনর্বিন্যাস না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নপত্রগুলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য থাকবে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এগুলো সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে পুনর্মুদ্রণ করবেন।

শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও ভাষাশক্তির বিকাশের জন্য সৃজনশীল রচনাধর্মী নিরীক্ষা কর্মটি কোন পাবলিক এগজামিনে না থাকাই ভাল। বরং তা শ্রেণী শিক্ষণ ও পরীক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। শ্রেণী পাঠ চলাকালীন সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষাগুলোতে পুরোপুরি কিংবা আংশিক রচনাধর্মী প্রশ্ন ছাড়াও বিশেষ বিশেষ কাজের উপর নোট লিখতে দিয়েও শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও ভাষাশক্তি বিকাশের দিকটি উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে।

শিক্ষাকে জাতিগঠনের হাতিয়ারে পরিণত করতে হলে শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার কারাগার থেকে কিছুটা বিমুক্ত করতেই হবে। এভাবে পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা, সে স্মৃতির বলে মস্তিষ্কে ধারণ করেই হোক কিংবা সারারাত জেগে টুকরো টুকরো কাগজে টুকে নিয়েই হোক এবং প্রাসঙ্গিক মানসিকতা কিছুটা ভিন্ন বলয়ে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে।

এবারে প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত পূর্ব কথায় ফিরে আসি। উদ্দেশ্যমুখী প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। তাই প্রশ্নপত্র প্রণয়নে পারদর্শী কমিটি বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন এবং পরীক্ষা পরিচালনা বোর্ডকে সহায়তা দান করবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী শেষে কোন কোন উপজেলায় উপজেলা ভিত্তিক পরীক্ষা গৃহীত হয়ে থাকে। রচনামূলক এই পরীক্ষা পূর্বটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় পি, টি, আইগুলো প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করবেন। প্রাথমিক বা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা নামে আলাদা কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। প্রতিটি উপজেলায় পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মেধা অনুযায়ী প্রথম বিশ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সম্মিলিতভাবে অথবা আলাদাভাবে বৃত্তি অনুমোদন করা হবে।

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নে অনেক বেশী সময় ব্যয়িত হয়। তদুপরি মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়। পরীক্ষকে পরীক্ষকে তো বটেই, সময়ের সামান্য হেরফেরেও মন-মেজাজ, মর্জিমাফিক নম্বর প্রদানে বৈষম্য ঘটে থাকে। শিক্ষার্থীরা প্রায় ক্ষেত্রেই উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারে না। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ প্রণয়ন করবেন এবং প্রশ্নপত্র তৈরীর সময়ই আদর্শ উত্তরও তৈরী করা হবে বলে উত্তরপত্র মূল্যায়নে বেশী সময় লাগবে না। এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হবে না।

আমরা শিক্ষা থেকে পরীক্ষাকে বিয়োগ করতে পারি না। কারণ পরীক্ষা "শিক্ষা ও শিক্ষকতার" প্রেরণা দান করে, পরীক্ষা দ্বারা উভয়েই উদ্বুদ্ধ হয়। ছাত্র-ছাত্রীরাও পড়াশুনা করে পরীক্ষার চাপে পড়ে। কেবল জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে খুব কম শিক্ষার্থীই পড়াশুনা করে। 'মানুষের স্বভাব ধর্মই হল এই যে, চাপে পড়লে বা বাধ্য না হলে সে কোন কাজ করে না' এমত পোষণ করেন ডি, জি, ওয়াটস। এই জন্য পরীক্ষা ছাড়া পাঠে স্বাভাবিক প্রেরণা সৃষ্টি করতে হলে এবং পঠনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে পুরস্কার এবং এ জাতীয় অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু তা কতখানি সম্ভব। আর এ কারণেই অনেক শিক্ষাবিদ পরীক্ষা প্রথা তুলে দেয়ার ঘোরবিরোধী। সুতরাং পরীক্ষাকে শিক্ষার সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে জুড়ে দিয়ে পরীক্ষা ও মূল্যায়নকে একীভূত করতে হবে এবং তা করলেই শিক্ষা থেকে শুধু নকলপ্রবণতাই দূরীভূত হবে না বরং পরীক্ষার্থীর উপযুক্ত মূল্যায়ন সম্ভব হবে।